হিন্দুধর্মীয় সংস্কার

ইউনিট ৭

ভূমিকা

হিন্দুধর্মে সংস্কার বলতে দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি মতে দশটি সংস্কার কর্ম করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় এই দশ কর্মকে বলা হয় দশবিধ সংস্কার। এছাড়াও মৃত্যুর পর আরো কিছু কৃত্য বা করণীয় অনুষ্ঠান আছে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মরদেহের সৎকার এবং তার আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য পারলৌকিকক্রিয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অশৌচ ও আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয়। এই ইউনিটে দশবিধ সংস্কার এবং পারলৌকিকক্রিয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অশৌচ ও আদ্যশ্রাদ্ধ –এই চারটি মরণোত্তর কৃত্য অনুষ্ঠান আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৭.১ : দশবিধ সংস্কার
পাঠ ৭.২ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পারলৌকিক ক্রিয়া
পাঠ ৭.৩ : অশৌচ
পাঠ ৭.৪ : আদ্যশ্রাদ্ধ

পাঠ-৭.১ দশবিধ সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দশবিধ সংস্কার কী কী তা বলতে পারবেন।
- দশটি সংস্কারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মনুসংহিতা, সমাবর্তন, অন্নপ্রাশন, ভূমিষ্ঠ, সনদপত্র, সদাচারী, ব্রাহ্মবিবাহ, গান্ধর্ববিবাহ, মুন্ডন, পৈতা ইত্যাদি।

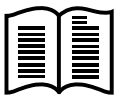

দশবিধ সংস্কার :

ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার বলতে দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়। এই দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে একসাথে বলা হয় দশবিধ সংস্কার। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান লিখিত রয়েছে। এই সকল গ্রন্থের বিধি-বিধান আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। এই স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি মতে দশটি সংস্কার কর্ম করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় এই দশ কর্মকে বলা হয় দশবিধ সংস্কার। দশবিধ সংস্কার হলো – (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্তন এবং (১০) বিবাহ।

এখানে দশবিধ সংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. গর্ভাধান – শুভ লগ্নে সন্তান জন্মদানরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় গর্ভাধান।
২. পুংসবন – পুত্র সন্তানের কামনায় যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে পুংসবন বলে।
৩. সীমন্তোন্নয়ন – সীমন্তোন্নয়ন গর্ভাবস্থার অন্যতম সংস্কার। গর্ভধারণের পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে তার সংস্কার করতে হয়।
৪. জাতকর্ম – সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।
৫. নামকরণ – সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও শততম দিবসে নামকরণ করতে হয়। বর্তমানে অন্নপ্রাশনের সময় এটি হতে দেখা যায়।
৬. অন্নপ্রাশন – অন্ন শব্দের অর্থ হলো ভাত আর প্রাশন শব্দের অর্থ হলো ভোজন। অতএব অন্নপ্রাশন শব্দের অর্থ হলো ভাত-ভোজন। পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্ন ভোজনের নাম হলো অন্নপ্রাশন।
৭. চূড়াকরণ – গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তা মুন্ডনের জন্য যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাকেই চূড়াকরণ বলে।
৮. উপনয়ন – উপনয়ন শব্দের অর্থ হলো নিকটে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ যে সংস্কারে বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথম গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। উপনয়ন শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ।

৯. সমাবর্তন – প্রাচীনকালে অধ্যয়ন শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান করা হতো, সেই অনুষ্ঠানকে সমাবর্তন বলা হতো। এই অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে জীবনে সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশনা অর্থাৎ অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
বর্তমানকালে সমাবর্তন উৎসবটি প্রচলিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের সনদপত্র বিতরণ উৎসবটিই এখন সমাবর্তন উৎসব নামে উদ্‌যাপিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১০. বিবাহ – বিবাহ শব্দটি বি-পূর্বক বহ্ ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়েছে। বহ্ ধাতুর অর্থ 'বহন করা' এবং বি উপসর্গের অর্থ হচ্ছে বিশেষরূপে। অতএব বিবাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষরূপে ভারবহন করা। যৌবন অবস্থায় বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনরূপ সংস্কারকে বিবাহ বলা হয়। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। মনুসংহিতায় ৮ রকমের বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা আছে। যথা – ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্ম বিবাহই বেশি প্রচলিত ও স্বীকৃত। পিতা-মাতা কন্যাকে বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে আমন্ত্রিত অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষী রেখে বিদ্বান ও সদাচারী বরের কাছে যে কন্যাদান করা হয়, তাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। আবার প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমাজে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন রয়েছে। নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে থাকে, তাকে বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ। বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি হলো –

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ তোমার এই হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।

এই বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে জীবনের নতুন পথের যাত্রা শুরু করে।

সারসংক্ষেপ :

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে থাকে তাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার বলতে দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়। এই দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে একসাথে বলা হয় দশবিধ সংস্কার। দশবিধ সংস্কার হলো- (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্তন এবং (১০) বিবাহ ।

পাঠ-৭.২ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পারলৌকিক ক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- মৃতদেহকে স্নান ও দাহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শবদেহ প্রদক্ষিণ করার সময়কার মন্ত্রটি সরলার্থসহ বলতে পারবেন।
- পারলৌকিক ক্রিয়া কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- পূরকপিন্ডদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	পূরকপিন্ড, প্রেতলোক, ঈশান কোণ, প্রতিবন্ধক, মুখাগ্নি, ক্ষীর, যজ্ঞ, কুশ, শ্মশান, পিন্ডদান, প্রদক্ষিণ, মন্ত্র, দিব্যলোক, আহুতি, বিভূষিত, আচ্ছাদন, দহন, লেপন ইত্যাদি।

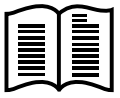

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :

'অন্ত্য' ও 'ইষ্টি' এই শব্দ দুটি মিলেই গঠিত হয় অন্ত্যেষ্টি শব্দটি। 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ হলো শেষ আর ইষ্টি শব্দের অর্থ হলো যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ হলো 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং আস্তে আস্তে এটি পচে যায়। এই পচনশীল মৃতদেহটি সযত্নে দাহ করাকেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র ও বিধি-বিধান রয়েছে। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্র আবৃত করে ও মালা-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথাটি দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহের অধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র হন, এর অভাবে অন্যপুত্রগণও হতে পারেন। পুত্রের অভাবে শাস্ত্র নির্দেশিত অন্য কোনো ব্যক্তিও দাহাধিকারী হতে পারেন। দাহাধিকারী ব্যক্তি প্রথমে স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল অথবা ঘৃত এবং কাঁচা হলুদ মেখে স্নান করাবেন। স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় পরাবেন। ব্রাহ্মণ হলে পৈতা দিতে হবে। গলায় মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হবে। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাসিকার দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্রে স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে। এরপর আতপচাল, ঘি, মধু, তিল ইত্যাদি দিয়ে পিন্ডদান করতে হবে।

পরিষ্কার ভূমিতে গোময় লেপন করে পিন্ডদাতা বাম জানু পেতে দক্ষিণমুখী হয়ে বসবেন। তারপর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পিন্ডদান করবেন। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। চিতার ওপরে বস্ত্র দিয়ে নীচে বস্ত্র দিয়ে মৃতদেহকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে অর্থাৎ পুরুষ হলে উপুড় করে আর স্ত্রীলোক হলে চিত করে শোয়াতে হয়। তারপর অগ্নি গ্রহণ করে মৃতদেহ সাত বা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে করতে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় –

ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥
ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥

অর্থাৎ এই মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় জেনে বা না জেনে হয়তো অনেক দুষ্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। এই মানবজীবন ধর্ম-অধর্ম এবং লোভেও মোহযুক্ত। এই ব্যক্তির সর্বগাত্র দহন করে তাকে দিব্যলোকে গমন করার ব্যবস্থা করুন।

দাহ সমাপ্ত হয়ে গেলে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত আমকাঠ নিয়ে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে সাতটি কাঠি চিতায় প্রদান করতে হয়। এরপর দাহকারিগণ তিন কিংবা সাত কলস জল দিয়ে চিতার আগুন নিভিয়ে দেবেন এবং চিতা পরিষ্কার করবেন।

এরপর একটি জলপূর্ণ কলস চিতাভূমির ওপর রাখতে হবে। পরে পিছনে ফিরে দাহাধিকারী কুঠার বা লোষ্ট্র অর্থাৎ মাটির ঢেলা দিয়ে কলসটি ভেঙে শ্মশান ত্যাগ করবেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই একটি করে ডুব দিয়ে স্নান সমাপন করবেন। তারপর শ্মশানযাত্রীগণ মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে নিমপাতা দাঁতে কেটে অগ্নি ও পাথর স্পর্শ করে ঘরে ঢুকবেন।

পারলৌকিক ক্রিয়া :

পরলোকগত ব্যক্তির সম্বন্ধে কর্তব্যকর্মকে পারলৌকিক ক্রিয়া বলে। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলা হয়। মরণের পর জীব যে স্থানে এক বৎসর পর্যন্ত বাস করে তাকে প্রেতলোক বলে। প্রেতের দশ ইন্দ্রিয় গঠনের জন্য দশটি পিন্ডদান করতে হয়। একে পূরকপিন্ড বলে। যিনি প্রেতের মুখাগ্নি করবেন তিনিই প্রেত শরীরের পূরকস্বরূপ অশৌচ মধ্যে ধূমযুক্ত তপ্তপিন্ড গ্রামের বাইরে ঈশান কোণে স্থির জল সমীপে দান করবেন। যতদিন অশৌচ থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশ্যে নীর-ক্ষীর ও এক একটি পিন্ড দান করবে। কোনো কারণে তা না পারলে একদিনে সকল পিন্ডও দান করতে পারবে। অগ্নিদাতা পূরকপিন্ড দানে বিমুখ হলে শ্রাদ্ধকর্তা সম্ভব হলে অশৌচ মধ্যে কিংবা আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বে পিন্ড দান করবে; স্ত্রীজাতি অগ্নিদাত্রী হলেও কতিপয় পিন্ড দানের পর বিদেশাগত প্রধান পুত্রই অবশিষ্ট পিন্ড দান করবে। পূরকপিন্ড দানে ক্ষতাশৌচ প্রতিবন্ধক হবে কিন্তু আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী ব্যক্তি মুখাগ্নি না করলে পূরকপিন্ডের অধিকারী হবে না।

সারসংক্ষেপ :

'অন্ত্য' শব্দের অর্থ হলো শেষ আর ইষ্টি' শব্দের অর্থ হলো যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ হলো 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং আস্তে আস্তে এটি পচে যায়। এই পচনশীল মৃতদেহটি সযত্নে দাহ করাকেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র ও বিধি-বিধান অনুসারে মৃতদেহকে বস্ত্রে আবৃত করে ও মালা-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে দাহ করতে হয় এবং তার উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করতে হয়।

পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কর্তব্যকর্মকে পারলৌকিক ক্রিয়া বলে। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলা হয়। যিনি প্রেতের মুখাগ্নি করবেন যতদিন অশৌচ থাকবে তিনি ততদিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশ্যে নীর-ক্ষীর ও এক একটি পিন্ডদান করবেন। কোনো কারণে তা করতে না পারলে একদিনে সকল পিন্ডও দান করতে পারবেন।

পাঠ-৭.৩ অশৌচ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অশৌচ কী তা বলতে পারবেন।
- অশৌচ কত প্রকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অশৌচ পালনের পদ্ধতি এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	অশুচি, বিষাদগ্রস্ত, আত্মা, প্রসব, দুগ্ধ, হবিষ্যান্ন, সংযম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রসূতি, অপবিত্র, পরিধান, মুন্ডন।

অশৌচ :

শৌচ শব্দের অর্থ হলো শুচিতা বা পবিত্রতা। আর অশৌচ শব্দের অর্থ হলো অশুচিতা বা অপবিত্রতা। অশৌচ দু প্রকার – জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। কেউ জন্মগ্রহণ করলে যে অশৌচ হয়, তাকে জননাশৌচ বলে। আর পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে যে অশৌচ হয়, তাকে মরণাশৌচ বলে।

প্রাচীনকালে বাড়িতেই প্রসূতির সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হতো। কারণ এখনকার মতো তখন হাসপাতালের সুবিধা ছিল না। তাই বাড়িতেই বিশেষ করে যে ঘরে প্রসূতি থাকত, তা অপরিষ্কার হয়ে যেত। এই কারণেই প্রসূতি মাকে ও তার সন্তানকে আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। যাতে পরিবারের অন্য সদস্যরা অশুচি বা অপবিত্র হয় না।

অন্যদিকে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না অর্থাৎ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার মতো মনের অবস্থা থাকে না। পরিবারের কারো মৃত্যুর পর এই যে, দেহমনের অশুচি অবস্থা, একেই বলে মরণাশৌচ। মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে আমাদের কর্তব্যকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তৃপ্ত মনে দেবলোকে যেতে পারে সেই জন্যই অশৌচ অবস্থা অবশ্য পালন কর্তব্য।

হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের আত্মা দেহকে ছেড়ে যায়। সেই আত্মা তখন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে প্রথমে প্রেতলোকে অবস্থান করে। তার সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য যারা তার আপনজন অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি তারা উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানেই প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করেন।

অশৌচকালীন সময়ে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এসময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। ব্রাহ্মণ দশদিন, ক্ষত্রিয় বারো দিন, বৈশ্য পনেরো দিন এবং শূদ্র এক মাস অর্থাৎ ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করবেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিন্ডদান করতে হয়। এই পিন্ডকে পূরকপিন্ড বলা হয়। যিনি মুখাগ্নি করেন, তিনি পূরক পিন্ডদানের অধিকারী হন। এই পূরকপিন্ড দিতে হয় মোট দশটি। যদি কোনো কারণে পূরকপিন্ড বাদ পড়ে, তাহলে শেষ দিন বাদ পড়া সকল পিন্ড একসাথে দান করতে হয়।

কোনো কারণে মৃত্যুসংবাদ যদি তৎক্ষণাৎ না শুনে পরে শোনা যায় তাহলে যেদিন শুনবে সেদিন হতে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করতে হয়। যদি এক বছর পরে অশৌচের কথা শোনা যায়, তাহলে সদ্য অশৌচ হবে। কিন্তু পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যদি এক বছর পরও শোনা যায় তাহলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হবে। অশৌচ শেষে মস্তক-মুন্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ :

অশৌচ শব্দের অর্থ হলো অশুচিতা বা অপবিত্রতা। অশৌচ দু প্রকার – জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। কেউ জন্মগ্রহণ করলে যে অশৌচ হয়, তাকে জননাশৌচ বলে। আর পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে যে অশৌচ হয়, তাকে মরণাশৌচ বলে। অশৌচকালীন সময়ে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। কতদিন অশৌচ পালন করতে হবে, তা বর্ণ অনুসারে তার সময়সীমা মুনি-ঋষিরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পাঠ-৭.৪ আদ্যশ্রাদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রাদ্ধ কাকে বলে এবং কত প্রকার ও কী কী তা বলতে পারবেন।
- আদ্যশ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আদ্যশ্রাদ্ধের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	প্রবর্তক, তৃপ্তি, বৃষ, জ্যেষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠ, উৎসর্গ, তাম্বুল, আতুর, ক্লীব, ভূস্বামী, পিতৃপুরুষ ইত্যাদি।

আদ্যশ্রাদ্ধ :

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে অণ্ প্রত্যয় যোগ করে শ্রাদ্ধ শব্দটি গঠিত হয়েছে। তাই শ্রাদ্ধ হলো যা শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা হয়। হিন্দুধর্মীয়শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ হলো মৃত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির সকল পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের তৃপ্তির জন্য দান করা, তৃপ্তিকর ভোজের আয়োজন করার যে অনুষ্ঠান তাকেই শ্রাদ্ধ বলা হয়। শ্রাদ্ধ ১২ প্রকার। যথা – নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিন্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধার্থ, কর্মাঙ্গ, দৈবিক, তীর্থযাত্রা ও পুষ্টিশ্রাদ্ধ। পুরাণে আছে, মনু বংশে দত্তাত্রেয় মুনির পুত্র নিমি নিজ পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য পূজনীয় ব্যক্তিদের ভোজন করান এবং দান করেন। সুতরাং সে থেকেই শ্রাদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে।

অশৌচ ত্যাগের পর যে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হতে হয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। অশৌচকাল শেষ হলে তার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় এই শ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে। জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শ্রাদ্ধের অধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে কনিষ্ঠ বা অন্য কেউ শ্রাদ্ধ করতে পারে। প্রত্যেক পুত্রকেই আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে দান করতে হয়। নারীরা চারদিন অশৌচ পালন করে শ্রাদ্ধের অধিকারী হন। শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোলো প্রভৃতি বিভিন্ন দানের বিধান রয়েছে। যার যেমন সামর্থ্য সে অনুযায়ী সে তেমন দানই করে থাকে। কেউ দানরূপে বৃষ উৎসর্গও করে থাকেন। আতুর, ক্লীব, জন্মান্ধ, বোবা, ইন্দ্রিয়রহিত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধের অধিকারী হন না।

আদ্যশ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করতে হয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। পরে পিন্ডদান করে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হয়।

সারসংক্ষেপ :

মৃত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির সকল পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের তৃপ্তির জন্য দান করার যে অনুষ্ঠান, তাকেই শ্রাদ্ধ বলা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শ্রাদ্ধের অধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে কনিষ্ঠ বা অন্য কেউ শ্রাদ্ধ করতে পারে। নারীরাও অশৌচ পালন করে থাকেন এবং শ্রাদ্ধের অধিকারী হন। তবে আতুর, ক্লীব, জন্মান্ধ, বোবা, ইন্দ্রিয়রহিত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধের অধিকারী হন না। অশৌচ ত্যাগের পর যে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হতে হয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। এ শ্রাদ্ধের প্রধান কর্মই হলো দান। তাই শ্রাদ্ধে যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অন্নপ্রাশনের সময় পুত্রের বয়স কত হতে হবে ?
   (ক) দুই মাস বা তিন মাস (খ) চার মাস বা পাঁচ মাস
   (গ) নয় মাস বা দশ মাস (ঘ) ছয় মাস বা আট মাস

২. কে পিতা-মাতার দাহাদি কর্মের প্রথম অধিকারী ?
   (ক) জ্যেষ্ঠ পুত্র (খ) স্ত্রী
   (গ) কনিষ্ঠ পুত্র (ঘ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা

৩. একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় –
   (ক) বৃষোৎসর্গ (খ) দানসাগর
   (গ) ষোড়শ (ঘ) একোদ্দিষ্ট

৪. মরণের পর জীব যে স্থানে এক বৎসর বাস করে তাকে বলা হয়–
   (ক) প্রেতলোক (খ) পরলোক
   (গ) ইহলোক (ঘ) দেহলোক

 # নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সুজন তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সুজন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সুজন দেখল যে, মৃত্যুর পর তার বাবার দেহটিকে পাড়া-প্রতিবেশীরা ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়। আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানোর পর সুজন পিতার মুখাগ্নি করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী সুজন তার বাবার অশৌচ বার দিন পালন করে তার পরের দিন শ্রাদ্ধ করেন।

৫. সুজনের বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি ?
   (ক) আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন (খ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন
   (গ) নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন (ঘ) হবিষ্যান্ন পালন সম্পন্ন

৬. তার অশৌচ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে –
   (i) শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা
   (ii) আত্মার শান্তি কামনায় নিজেকে প্রস্তুত করা

(iii) শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও i i (খ) i i ও i i i

(গ) ii ও i i i (ঘ) i , i i ও i i i

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) 'উপনয়ন' শব্দের অর্থ কী ?

(খ) বিবাহের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি অনুবাদসহ লিখুন।

(গ) পারলৌকিক ক্রিয়া কাকে বলে ?

(ঘ) অশৌচ শব্দের অর্থ কী ? অশৌচ কত প্রকার ও কী কী ?

(ঙ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেন করা হয় ?

(চ)আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী ? এই শ্রাদ্ধের প্রথম অধিকারী কে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

(ক) মনুসংহিতার মতে বিবাহ কয় প্রকার ও কী কী ? ব্রাহ্মবিবাহের বর্ণনা দিন।

(খ) মৃতদেহ দাহ করার বিধানগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

(গ) আদ্যশ্রাদ্ধ কাকে বলে? এই শ্রাদ্ধ কখন এবং কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রিতার এম.এ পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পরে তার বাবা-মা তার বিবাহের দিন ধার্য করেন। ঐদিন রিতাকে নতুন বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। আমন্ত্রিত অতিথি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে সাক্ষী রেখে মন্ত্র উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পুরোহিত তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর রিতার সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে দেন।

(ক) দশবিধ সংস্কার কী ?

(খ) কেন সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় ?

(গ) রিতার বিবাহ পদ্ধতিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-৭

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪.ক ৫. খ ৬.ঘ